খোতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কতৃক ৯ই জানুয়ারী ২০১৫ তারিখে লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত জুমআর খোতবার সারাংশ

ওয়াকফে জদীদের নব বর্ষের ঘোষণা

এখন আমি রীতি অনুসারে জানুয়ারীর প্রথম বা দ্বিতীয় জুম্মায় ওয়াকফে জাদীদ এর নববর্ষের ঘোষণা হয়ে থাকে। সেই রীতি অনুসারে ঘোষণা করছি। আর বিগত বছরের কিছু পরিসংখ্যান আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। ওয়াকফে জাদীদের ৫৭তম বছর আল্লাহ্ তা'লার কৃপাধন্য হয়ে ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত হয়েছে। ১লা জানুয়ারী থেকে ৫৮তম বছরের সূচনা হয়েছে। বিশ্ব জামাতে আহদীয়া এ বছর আল্লাহ্ তা'লার ফযলে ওয়াকফে জাদীদ খাতে ৬২ লক্ষ ৯ হাজার পাউন্ড আর্থিক কুরবানী করার সৌভাগ্য লাভ করেছে যা গত বছরের চেয়ে ৭ লক্ষ ৩০ হাজার পাউন্ড বেশী।

তাশাহ্হুদ, তাউয, তাসমিয়া ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন,

সুতরাং সাধ্যানুসারে তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং শুন আর আনুগত্য কর এবং তাঁর পথে খরচ কর এটি তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক। যাদেরকে হৃদয়ের কার্পণ্য থেকে রক্ষা করা হয় তারাই সফলকাম হবে। যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে উত্তমভাবে ঋণ দান কর তিনি তা তোমাদের জন্য বর্ধিত করে দিবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতিশয় গুণগ্রাহী পরম সহিষ্ণু। এই আয়াত থেকে স্পষ্ট যে, আল্লাহ্ তা'লা মোমেনদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করছেন যে, তাকওয়া অবলম্বন কর আর পূর্ণ আনুগত্যের চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী মেনে চল। আল্লাহ্‌র অগণিত নির্দেশাবলীর মাঝে একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ হলো আল্লাহ্‌র পথে খরচ করা আর্থিক কুরবানী করা। তাই মোমেনকে আর্থিক কুরবানীর সময় কখনও দ্বিধা-দ্বন্দে লিপ্ত হওয়া উচিৎ নয়। কেননা এই আর্থিক কুরবানী, আর্থিক ত্যাগ স্বীকার যা মোমেনরা করে থাকে এক মহান উদ্দেশ্যে এক নেক উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। আজ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর জামাতই সেই জামাত যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে, তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নেক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য আর্থিক কুরবানী করে থাকে এবং এই কুরবানীর একাগ্র বাসনা তারা রাখে। ইসলামের তবলীগ, মুবাল্লেগ প্রশিক্ষন, তাদেরকে কর্মক্ষেত্রে প্রেরন, লিটারেচার বা বই পুস্তক ছাপা এবং প্রচার, কুরআন ছাপা, কুরআন প্রচার, মসজিদ নির্মাণ, মিশন হাউস নির্মাণ, স্কুল প্রতিষ্ঠা, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রেডিও স্টেশন প্রতিষ্ঠা করা যেখান থেকে ধর্মীয় শিক্ষার প্রচার হয়ে থাকে, হাসপাতাল নির্মাণ এবং অন্যান্য মানবসেবা মূলক কার্যক্রমও রয়েছে।

এক কথায় বিভিন্ন ধরনের কাজ রয়েছে যা আল্লাহ্‌র অধিকার প্রদানের সাথে সম্পর্ক রাখে আর বান্দাদের অধিকার প্রদানের সাথেও। যা আজ পৃথিবীর মানচিত্রে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষার আদলে একমাত্র জামাতে আহমদীয়াই করে চলেছে। এটি এজন্য যে, আমরা যুগ ইমামকে মেনে বা গ্রহন করে এ সকল কাজের প্রকৃত উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং এর পেছনের প্রেরণা কী তা বুঝি। আমরা তারা যারা হৃদয়ের কার্পণ্য পরিহার করে সেই সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার রীতি শিখেছি যারা মুফলেহুনদের অন্তর্ভূক্ত। এমন মানুষ যারা সাচ্ছন্দ রাখে, যারা সফলকাম, যারা নিজেরদের নেক বা পূণ্য বাসনার পরিপূর্ণতার লক্ষ্যে কাজ করে। তারা এমন মানুষ যারা সুন্দর জীবনের বাসনা রাখে। এমন সুন্দর জীবন যা অতিবাহিত হয় খোদার সন্তুষ্টির জন্য। যাদের জীবন খোদার নিরাপত্তার বেষ্টনীতে স্থান পায়। যাদের সাচ্ছন্দ হয়ে থাকে স্থায়ী। যারা আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এবং অনুগ্রহে প্রশান্তি লাভ করে। যাদের ওপর খোদার কৃপা স্থায়ীভাবে বর্ষিত হতে থাকে। এ পৃথিবীতেও আর পরকালেও।

অতএব যারা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সাফল্য লাভ করে তাদের সফলতার কোন সীমা থাকে না। বরং আমি যেভাবে বলেছি, এ সকল সাফল্যের ব্যাপকতার কোন সীমা নেই। তাই কত সৌভাগ্যবান তারা যারা এমন সফলতা লাভ করে থাকে। আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের আর্থিক কুরবানীকে সেইভাবে স্নেহের দৃষ্টিতে দেখেন, সেভাবে মূল্যায়ন করেন যেন তোমরা আল্লাহ্‌কে 'করযায়ে হাসানা' দিয়েছ। আর ঋণ পরিশোধের যখন সময় আসে, ধার ফেরত দেয়ার যখন সময় আসে আল্লাহ্ তা'লা বর্ধিতরূপে তা ফেরত দেন। আর শুধু তাই নয়, তোমাদের এই কুরবানী বা আর্থিক কুরবানীর কারনে তিনি তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। শুধু পাপই ক্ষমা করবেন না বরং অধিক নেক কর্মের তিনি তোমাদের সুযোগ এবং তৌফিক দিবেন।

তাই খোদার মূল্যায়নের বা আল্লাহ্ যে কত গুণগ্রাহী তা তোমরা ভাবতেও পার না। অতএব কত সৌভাগ্যবান মানুষ তারা যারা খোদার কৃপাবারী থেকে এভাবে কল্যাণ লাভ করে থাকে। আর খোদার এই স্নেহপূর্ণ ব্যবহারের তাদের ওপর এত গভীর প্রভাব পড়ে যে, খোদার সেই বর্ধিত সম্পদ তারা পুনরায় আল্লাহ্ তা'লাকে ফেরত দেন। আর এভাবে আর্থিক দিক থেকে উত্তরোত্তর খোদার কৃপাধ্যন্য হতে থাকেন। আর অন্যান্য কল্যাণরাজীও তাদের লাভ হতে থাকে। এমন অনেক ঘটনা আছে যা আহমদীরা সুগভীর আবেগের সাথে বা গভীর আবেগাপ্লুত হয়ে বর্ণনা করেন। তারা লিখেন যে, কিভাবে খোদা তাদের ওপর ফযল করেছেন। কিভাবে তারা আর্থিক কুরবানীর সুযোগ

পেয়েছেন। আর আশাতীতভাবে তারা খোদার কৃপাবারীতে ধন্য হয়েছেন। এমন কিছু ঘটনা আমি এখন আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে যাচ্ছি।

বেনিন থেকে আমাদের মুবাল্লেগ সাহেব লিখেছেন, কোতনু শহরে এক বয়স্ক আহমদী বসবাস করেন, নাম হলো সোলেমান সাহেব। অর্থনৈতিক দিক থেকে খুবই দূর্বল। যখন ওয়াকফে জাদীদের মুহাস্‌সেল বা চাঁদা সংগ্রহকারী তার কাছে যান। এবং বলেন যে, আপনার ওয়াকফে জাদীদের চাদা দেয়া এখনও বাকী আছে যা আপনি ওয়াদা করেছেন। সেই সোলেমান সাহেব স্বতস্ফূর্তভাবে সানন্দে তাদের ঘরে স্বাগত জানান এবং ওয়াকফে জাদীদের চাঁদার কথা শুনে ঘরের ভিতরে যান এবং ৬০০০ সিফা এনে তাদের হাতে তুলে দেন। লেখক বলছেন যে, তার সামর্থের নিরীখে অনেক বড় অঙ্ক ছিল। তখন আমাদের শহুদ সাহেব আবেগাপ্লুত হয়ে যান। এরপর বলেন এত টাকা দেয়ার প্রয়োজন নেই। আপনি আরও কম দেন। বাচ্চাদের জন্য কিছু বাসায় রেখে দিন। এটি আপনার জন্য সাধ্যাতিত অঙ্ক। তিনি উত্তরে বলেন যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এ টাকা দিয়েছেন, তার পথে কেন ব্যয় করব না। এটি আমার টাকা নয় খোদাতা'লার আমানত।

তানজানিয়া থেকে আমাদের মুবাল্লেগ সাহেব লিখছেন, সেখানকার একটি অঞ্চলের আহমদ মানৌফে সাহেব যিনি নতুন বয়াতকারী। দুবছর পূর্বে আহমদীয়াত গ্রহন করেছেন। বারবার এ কথা উল্লেখ করেছেন যে, যখন থেকে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছি এবং চাঁদা দেয়া আরম্ভ করেছি এক আন্তরিক প্রশান্তি পাই আর আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা পূর্বের চেয়ে অনেক ভাল।

বুরুন্ডীর মুবাল্লেগ লিখেন, সেখানে এক ব্যাক্তি বসবাস করেন যার নাম হলো আবু বকর সাহেব। অত্যন্ত দরিদ্র এক নতুন আহমদী। সামান্য বেতনের ওপর জীবিকা নির্বাহ করেন। পিতা মাতাকেও সাহায্য করেন। তিনি বলেন যে, তার কাছে যখন ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা সংগ্রহ করতে যাই তাৎক্ষনিকভাবে কিছু চাঁদা দেন একই সাথে বলেন যে, তার পিতা তিন মাস থেকে পায়ের ক্ষতের কারনে খুবই অসুস্থ্য। হাসপাতালে যথেষ্ট চিকিৎসা করিয়েছেন, দেশী চিকিৎসাও করিয়েছেন। ডাক্তাররা এখন তার পা কাটার কথা ভাবছেন। একই সাথে বলেন ওয়াকফে জাদীদের সামান্য চাঁদা যখন দিলাম কিছু চাঁদা তিনি পূর্বেও দিয়েছিলেন তিনি বলেন, চাঁদা দেওয়ার পর যা হয়েছে তা হলো, আমি যেখানে কাজ করতাম সেখানে আমার মালিক আমার বেতন বাড়িয়ে দেন। আরেকটা বড় কল্যাণ যা দেখেছি তা হলো আমার পিতা সুস্থ্য হতে শুরু করেছেন। ইতোপূর্বে আমার পিতা লাঠির ওপর ভর করে হাঁটতেন এখন লাঠি ছাড়াই হাঁটছেন। আর এ সবই চাঁদা দেওয়ার বরকত।

পুনরায় তানজানিয়ার একলিন্ডি অঞ্চল থেকে আমাদের মুবাল্লেগ সোলেমানী সাহেব নিজেই লিখছেন, আমি একজন দোকানদার। গত বছর আমার ব্যবসায় অনেক লোকসান হয়েছে। কিন্তু আমি তাহরীকে জাদীদ এবং ওয়াকফে জাদীদ এর ওয়াদা কম করিনি। রমজান মুবারকেই যতটা ওয়াদা করেছি তারচেয়ে অনেক বেশী আদায় করেছি যেন খলীফাতুল মসীহ্‌র দোয়ার অংশীদার হতে পারি। এবং এই লোকসান থেকে বেরিয়ে আসতে পারি। আল্লাহ্ তা'লা এতটা ফযল করেছেন যে, তখন আমার একটি দোকান ছিল আর তাতেও লোকসান হচ্ছিল। আল্লাহ্ তা'লা আমার চাঁদায় এত বরকত দিয়েছেন যে, এখন আমার দুটো দোকান রয়েছে। খোদাতা'লা বলেন যে, আল্লাহ্ তা'লা কারও ধার রাখেন না বরং বহুগুণ বর্ধিত রূপে ফেরত দেন।

তানজানিয়া থেকে আরেকজন নতুন বয়াতকারী সাংগোর যুবেরী সাহেব অটোয়ারা অঞ্চলের আহমদী তিনি। ইনি বলছেন যে, আমি আহমদীয়াত গ্রহন করে আবার আহমদীয়াত ছেড়ে দিয়েছি। পুনরায় স্থানীয় মুয়াল্লেম এর প্রচেষ্টায় জামাতে ফিরে আসি। যখন আমি জামাতের ব্যবস্থাপনার বাহিরে ছিলাম বড় কষ্টে দিনাতিপাত হত। প্রায় প্রতিদিনই কোন না কোন ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন ছিলাম। । কিন্তু যখন থেকে জামাতের ব্যবস্থাপনার অংশ হয়েছি, বিভিন্ন খাতে চাঁদা দেয়া আরম্ভ করেছি, সল্প সময়ের ভিতর আমার অর্থনৈতিক দিকে পরিবর্তন আসে। আল্লাহ্ তা'লা চাঁদা দেয়ার কল্যাণে এত বরকত দিয়েছেন যে, এখন সাইকেলের পরিবর্তে মটরসাইকেল ক্রয় করেছি আর আর পূর্বের চেয়ে অনেক ভাল অবস্থানে আল্লাহ্‌র ফযলে আমি আছি।

এরপর কঙ্গো ব্রাব্রেল থেকে মুবাল্লেগ সাহেব লিখেন, এক দরিদ্র আহমদী বন্ধুর নাম হলো আলিপা। আলিপা সাহেব শ্রমজীবি মানুষ। প্রত্যেক মাসে রীতিমত চাঁদা দেন। আমরা যখন ওয়াকফে জাদীদের চাঁদার ঘোষণা দেই, তিনি বলেন যে, আমার কাছে শুধু দুই হাজার ফ্রাঙ্ক সিফা ছিল। কোথাও কাজও পাচ্ছিলাম না। আমি মসজিদে গিয়ে দুই রাকাত নফল পড়লাম। তা প্রেসিডেন্ট সাহেবের হাতে তুলে দিলাম এই চাঁদা হিসেবে। তিনি বলেন, সন্ধ্যার সময় এক ব্যাক্তি আমাকে বিশ হাজার ফ্রাঙ্ক সিফা পাঠিয়েছেন। এটি আসলে আমার টাকা ছিল। দীর্ঘকাল পূর্বে আমি তার কাজ করেছিলাম কিন্তু সে আমাকে সেই টাকা দেয়নি। আমি মনে করি চাঁদার বরকতে আল্লাহ্ তা'লা তাকে বাধ্য করেছেন এই চাঁদা ফেরত দিতে। এইভাবে দশ গুণ বর্ধিত রূপে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে ফেরত দিয়েছেন।

এমন মফস্বল অঞ্চলে বসবাসকারী আহমদীদের এবং তাদের সন্তান সন্ততিদের আল্লাহ্‌তা'লা অশেষ আন্তরিকতা এবং নিষ্ঠায় সমৃদ্ধ করেছেন এবং তারাও চাঁদার গুরুত্ব অনুধাবন করে। তাদের হৃদয়ে কে এই প্রেরণা সঞ্চার করে? নিঃসন্দেহে খোদাতা'লা ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। তা সত্ত্বেও এই বস্ত জগতের অন্ধরা তা দেখে না যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছেন। এই কথাও স্মরণ রাখবেন যে, নবাগতরা নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতায় খুব দ্রুত উন্নতি করছেন। পূণ্যের ক্ষেত্রে অগ্রগামিতার যে প্রেরণা, চেতনা এদিকে পুরোনো আহমদীদেরও দৃষ্টি দেয়া উচিৎ এবং সচেতনতার সাথে তা করা উচিৎ।

কিনশাছার মুবাল্লেগ লিখেন, সেখানকার এক আহমদী বন্ধুর নাম হলো ইবরাহীম সাহেব। তিনি গবাদি পশু ক্রয় বিক্রয় করেন। আহমদীয়াত গ্রহণের পূর্বে তার ব্যবসার অবস্থা শোচনীয় ছিল। লাভ খুব কমই হতো। আহমদীয়াত গ্রহণের পর নিজের অর্থনৈতিক অবস্থা অনুসারে চাঁদা দেওয়া আরম্ভ করেন। চাঁদার কল্যাণে তার ব্যবসা ক্রমশ উন্নতি করতে থাকে। নতুন বয়াতকারীদের ভেতর আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপায় চাঁদা দেয়ার আন্তরিকতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বড় আন্তরিকতার সাথে তারা চাঁদা দিচ্ছে। আল্লাহ্‌র ফযলে ঈমান এবং বিশ্বাসে উন্নতি করছেন।

ভারতের কাশ্মিরের ইন্সপেক্টর মাল সাহেব লিখেছেন যে, সম্প্রতি কাশ্মিরে বন্যা আঘাত হানে। এর ফলে শ্রীনগরের প্রায় সব আহমদী ঘর বন্যায় প্রভাবিত হয়। ইন্সপেক্টর সাহেব বলেন, যখনই কোন ঘরে যেতাম এটি বলার সাহস পেতাম না যে, চাঁদার জন্য এসেছি। কিন্তু তিনি

বলেন যে, মানুষ স্বয়ং আমাকে দেখে চাঁদা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন। আমি আশ্চর্য হই যে, তারা সানন্দে নিজেদের বাকী চাঁদা আমার হাতে তুলে দিচ্ছেন। এত কষ্ট সত্ত্বেও তাদের চেহারায় আমি কোন চিড় দেখিনি। আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপায় জামাতে আহমদীয়া শ্রীনগরের বাজেট পুরোপুরি সংগৃহীত হয়।

বেনিন থেকে আমাদের মুয়াল্লেম সাহেব লিখেন, একজন নতুন বয়াতকারী রীতিমত এ মানসে চাঁদা দিতেন যে, খোদা যেন তার পরিবারের সদস্যদের আহমদীয়াত গ্রহণের তৌফিক দেন। তিনি আহমদী ছিলেন। পরিবার আহমদী ছিলনা। তিনি বলেন যে, আমি স্বপ্নে দেখেছি আমার চাঁদা দেয়ার কল্যাণে পুরো পরিবার আহমদীয়াত গ্রহণ করেছে।

বেনিন মোগোরো গ্রামের এক ভদ্রমহিলা নাম হলো শাবি সাহেবা। তিনি বলেন যে, গত বছর আমার অবস্থা যা ছিল তা হলো যে কাজই করতাম লোকসান হতো। কোন কাজ লাভজনক হতো না। তিনি বলেন, যখন থেকে রীতিমত চাঁদা দেয়া আরম্ভ করেছি আমার ব্যবসা উন্নতি করতে থাকে। ঘরে আর্থিক সচ্ছলতা রয়েছে। এরপর ইন্ডিয়া থেকে ইন্সপেক্টর করমউদ্দিন সাহেব লিখেন যে, কেরালা প্রদেশে আর্থিক বছরের প্রথম দিকে ওয়াকফে জাদীদের বাজেট নেয়ার জন্য এক জামাতে যাই যেখানে ২৬ বছর বয়স্ক এক যুবকের সাথে সাক্ষাত হয়। তিনি বলেন যে, আমি ইন্টেরিয়র ডিজাইনিংয়ে পড়ালেখা শেষ করেছি। আমার পিতার সাথে ব্যবসা আরম্ভ করতে যাচ্ছি। ওয়াকফে জাদীদের চাঁদার গুরুত্ব সম্পর্কে তাকে বোঝানো হয়। তখনই সেই যুবক দুই লক্ষ টাকা বাজেট লিখান। এবং বলেন যে, আমি কাজ বা ব্যবসা আরম্ভ করেছি যা আল্লাহ্ই জানেন যে, এই ওয়াদা কোত্থেকে পূরণ হবে। তিনি বলেন যে, দ্বিতীয় বার আমি যখন চাঁদা সংগ্রহের জন্য সেখানে যাই, ইন্সপেক্টর সাহেব নিজেই বলছেন, সেই যুবক গভীর আনন্দের সাথে বলেন যে, আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপায় বেশ কিছু ব্যাংক থেকে ইন্টেরিয়র ডিজাইনিংয়ের কাজ পেয়েছি এবং আয়ের অনেক বরকত দেখেছি। সেই মূহুর্তেই তার দুই লক্ষ টাকার যে ওয়াদা তা পুরোটাই তিনি আদায় করেন।

ভারত থেকে ওয়াকফে জাদীদ এর নাযেম মাল সাহেব লিখছেন, নায়েব নাযেম মাল, উত্তর প্রদেশে চাঁদা সংক্রান্ত সফরের সময় জনাব ফরিদ আনোয়ার সাহেব যিনি কানপুরের সেক্রেটারী মাল, তার সাথে সাক্ষাত হয়। তিনি তার ওয়াকফে জাদীদ এর চাঁদা পুরোটাই দিয়ে দেন। একইসাথে রাতে তার ঘরে দাওয়াত দেন। রাতে যখন ঘরে পৌঁছলাম তিনি বলেন যে, তার আট বছর বয়স্কা মেয়ে দুদিন থেকে এই অধমের অপেক্ষা করছিল। সেই মেয়ের নাম হলো সাজ্জিলা। সে ঘরের ভেতর যায়। কিছুক্ষণ পর ঘর থেকে যখন বেরিয়ে আসে তার হাতে একটা থলি ছিল। তা এই অধমের হাতে তুলে দিতে গিয়ে বলেন যে, আমি পুরো বছর চাঁদা দেয়ার জন্য এতে রুপি জমা করেছি। আপনি পুরো অঙ্ক বের করে নিন এবং আমাকে রশিদ দিন।

হুযুর বলেন যে, আমি পূর্বেই বলেছি, বাচ্চাদের ভিতর এই যে, প্রেরণা সৃষ্টি হচ্ছে এটি কে সৃষ্টি করতে পারে? শুধু আল্লাহ্ তা'লাই বাচ্চাদের হৃদয়ে এমন প্রেরণা যোগান। কিন্তু পিতামাতারও দায়িত্ব হবে ঘরে ধর্মীয় পরিবেশ বজায় রাখা। আর সন্তান সন্ততির হৃদয়ে অন্যান্য নেকীর পাশাপাশি বারবার চাঁদার গুরুত্বও তাদের বোঝাতে হবে।

এই হলো আর্থিক কুরবানী সংক্রান্ত কিছু ঘটনা যে, কিভাবে কেমন ব্যকুলতার সাথে, আন্তরিক নিষ্ঠার সাথে মানুষ চাঁদা দিচ্ছে। অনেক ঘটনা। আমরা এটিও দেখেছি যে, খোদাতা'লা কিভাবে বহুগুণ বর্ধিত আকারে ফেরত দেন। তাই খোদার প্রতিশ্রুতি সত্য। খোদা সত্য প্রতিশ্রুতিদাতা। যেখানে খোদার কালাম বা বাণীর সত্যতা প্রকাশ পায় এই সমস্ত ঘটনাবলী দেখে আর আমাদের নিজেদেরও অভিজ্ঞতা হচ্ছে। সেখানে হযরত মসীহ্ মাওউদের জামাতের সাথে সেই জামাত পৃথিবীর যে দেশেই হোক না কেন মসীহ্ মাওউদের জামাতের সাথে খোদার সমর্থন বা ঐশী সমর্থনের দৃশ্য এবং দৃষ্টান্ত আমরা দেখি। আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপায় এখন আমি আপনাদেরকে কিছুটা পরিসংখ্যান দিতে চাই। আফ্রিকার ১৮টি দেশে ৯৫ টি মসজিদ এখন নির্মানাধীন রয়েছে। অনেক বড় বড় মসজিদও নির্মীত হচ্ছে। কেননা সেখানে সংখ্যাও বাড়ছে, আহমদীদের তবলীগের ক্ষেত্রও নতুন নতুন উন্মোচিত হচ্ছে। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এদিকে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষন করেছেন যে, যেখানে ইসলামকে পরিচিত করার ইচ্ছা থাকে, তবলীগ করতে চাও মসজিদ বানিয়ে দাও। আফ্রিকা ছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কাজ হচ্ছে এখন। আফ্রিকার ২৫টি দেশে এবং আরও ৭টি দেশে কাজ হচ্ছে যেখানে এ বছর ২০৪টি নতুন মসজিদ নির্মিত হয়েছে। ১৮৪টি মিশন হাউজ নির্মিত হয়েছে। ইউরোপ এবং পাশ্চাত্যের ওয়াকফে জাদীদের চাঁদার প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ আফ্রিকান দেশসমূহে খরচ হয়। কিন্তু বিরোধীরা নতুন বয়াতকারীদেরকে চাপ সৃষ্টি করে জামাত থেকে দূরে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। দূর্বল মানুষও থেকে থাকে। অনেকে পেছনেও সরে যায়। কিন্তু ঈমানের ক্ষেত্রে এমন দৃঢ় আহমদীও আছে, অনেকেই এমন আছেন যারা কোন কিছুর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন না।

যাইহোক এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আমি জামাতগুলোকে বলেছিলাম যে, বয়াত করানোর পর যোগাযোগ অব্যাহত রাখুন। আর যোগাযোগ উত্তরোত্তর দৃঢ় করুন। বারবার যান যেন তরবীয়তি কার্যক্রম অব্যাহত থাকে। আমাদেরকে বিশেষ করে সে দেশের জামাতগুলোকে ব্যবস্থা নেয়া উচিৎ যে, অন্তত পক্ষে প্রথমদিকে এক বছর গভীর মনযোগ নিবদ্ধ করুন এদিকে। আল্লাহ্তা'লার বিশেষ কৃপায় লক্ষ লক্ষ এমন আহমদীর সাথে যোগাযোগ বহাল হয়েছে এবং তারা ফিরে এসেছেন। এখন তরবীয়তের জন্য সক্রিয় সিস্টেম সূচনা করা হয়েছে। এগুলোকে আরও দৃঢ় করার প্রয়োজন রয়েছে। একই ভাবে ভারতের পশ্চিম বঙ্গে বলা হয় যে, অনেক বয়াত হয়েছে। তাদের সন্ধান করা দরকার। খোদার বিশেষ কৃপায় আর্থিক কুরবানীকারীদের সংখ্যা প্রত্যেক বছর বৃদ্ধি পায়। কিন্তু যতটা হওয়া উচিৎ ততটা নেই, ততটা হচ্ছেনা। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এ বছর ওয়াকফে জাদীদ খাতে ৮৫,০০০ নতুন চাঁদা দাতার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। তো এটি জামাতের উন্নতির মান যে, চাঁদা দাতার সংখ্যা এভাবে বৃদ্ধি পায়। তো আল্লাহ্তা'লার ফযলে নিঃসন্দেহে উন্নতি হয়েছে, হচ্ছে। কিন্তু এতে আরও অনেক সুযোগ আছে। সদস্যদের চাঁদাদাতাদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার যে টার্গেট নতুনভাবে ওকালতে মালের মাধ্যমে সবাই পাবে এবং এদিকে পুরো মনযোগ দিন। আমাদেরকে কুরবানীর প্রেরণায় চেতনায় সমৃদ্ধ লোক সৃষ্টি করতে হবে। এবং এ সংখ্যাও আমাদের বাড়াতে হবে। এই চেষ্টা আমাদের করা উচিৎ। এর জন্য ওহদাদারদের দোয়াও করা উচিৎ আর চেষ্টাও। আর অন্যান্য

আহমদীদেরও এ কাজ করতে হবে। যোগাযোগ অব্যাহত রাখুন। যারা নেক ফিতরতের অধিকারী, আর যাদের আল্লাহ্‌তা'লা রক্ষা করতে চান তারা অবশ্যই ফিরে আসবে।

অতএব সেই নতুন বয়াত কারী এবং পুরোনো আহমদীদের এমন অনেক ঘটনা রয়েছে যা আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রে মানোন্নয়নের দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের নিষ্ঠা এবং ইখলাসের মানকে তুলে ধরে। কিন্তু জামাতী ব্যবস্থাপনা বা সিস্টেমকে যারা হারিয়ে যায় তাদেরকে খুঁজে বের করার সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিৎ। ভারতে আমি যেভাবে বলেছি, পশ্চিম বঙ্গে অনেক বয়াত হয়েছে। খুঁজে বের করার পরিকল্পনা হাতে নেয়া উচিৎ। যেন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়া বা তাদের পিছিয়ে যাওয়ার কারণ যেন সামনে আসে। আর আগামী দিনের জন্য এই দুর্বলতা সামনে রেখে তবলীগ এবং তরবীয়তের বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা উচিৎ। পৃথিবীর অন্যান্য দেশকেও এই দৃষ্টিকোণ থেকে কাজ হাতে নেয়া উচিৎ। যারা জামাতভুক্ত হয় তাদের সাথে কিভাবে যোগাযোগ রাখা যায়। তারা যত দূরেই থাকুক না কেন যোগাযোগ আবশ্যক। আল্লাহ্ তা'লা জামাতগুলোকে এই কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার তৌফিক দান করুন।

এখন আমি রীতি অনুসারে জানুয়ারীর প্রথম বা দ্বিতীয় জুম্মায় ওয়াকফে জাদীদ এর নববর্ষের ঘোষণা হয়ে থাকে। সেই রীতি অনুসারে ঘোষণা করছি। আর বিগত বছরের কিছু পরিসংখ্যান আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। ওয়াকফে জাদীদের ৫৭তম বছর আল্লাহ্ তা'লার কৃপাধন্য হয়ে ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত হয়েছে। ১লা জানুয়ারী থেকে ৫৮তম বছরের সূচনা হয়েছে। বিশ্ব জামাতে আহদীয়া এ বছর আল্লাহ্ তা'লার ফযলে ওয়াকফে জাদীদ খাতে ৬২ লক্ষ ৯ হাজার পাউন্ড আর্থিক কুরবানী করার সৌভাগ্য লাভ করেছে যা গত বছরের চেয়ে ৭ লক্ষ ৩০ হাজার পাউন্ড বেশী। আলহামদুলিল্লাহ্ সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্‌র।

পাকিস্তান তালিকার শীর্ষে আছে। গত বছর যুক্তরাজ্য প্রথম স্থানে ছিল। এরপর রয়েছে যুক্তরাজ্য অর্থাৎ ইউ কে। এরপর আমেরিকা এবং তারপর জার্মানী এরপর কানাডা, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, যথাক্রমে। অস্ট্রেলিয়াতেও মাশাল্লাহ্ সংখ্যা বৃদ্ধি এবং চাঁদা সংগ্রহের ক্ষেত্রে অনেক কাজ হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার পর রয়েছে ইন্দোনেশিয়া এরপর দুবাই, বেলজিয়াম, এবং আরেকটি আরব দেশ।

সংগ্রহের দিক থেকে ভারতের প্রদেশগুলোর মাঝে কেরালা, জম্মু কাশ্মীর, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ। প্রথম দশটি জামাতের মাঝে রয়েছে কেরালা প্রথম স্থানে তারপর জম্মু কাশ্মীর, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, কর্নাটক, কাদিয়ান, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, বিহার, লাক্ষাদ্বীপ এবং রাজস্থান। ভারতের সংগ্রহের দিক থেকে জামাতগুলোর কথা বলছেন হুযুর কারালী, ক্যালিকাট, হায়দারাবাদ, কলিকাতা, কাদিয়ান, কানোর টাউন, ষোলোর, পেঙ্গাডী, চেন্নাই, বেঙ্গলোর এবং শেষের তিনটি জামাত করুনা গাপলী, পাথাপ্রেয়াম ও কেরঙ জামাত।

আল্লাহ্‌তা'লা আর্থিক কুরবানী কারীর ধন এবং সম্পদে অশেষ বরকত দিন। শেষের দিকে দোয়ার প্রতিও মনযোগ আকর্ষন করতে চাই। পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করুন। রাবওয়ায় কয়েকদিন থেকে জামাতের বিরোধীদের পক্ষ থেকে পরিস্থিতি ঘোলাটে করার হীন চেষ্টা চলছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদের দুষ্কৃতি থেকে অনিষ্ট থেকে সকল আহমদীকে রক্ষা করুন। তাদের দুষ্কৃতি এবং অনিষ্ট আল্লাহ্ তা'লা তাদের মুখে ছুড়ে মারুন। রাবওয়ায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় থাকুক। আর প্রশাসক এবং সরকারকে আল্লাহ্ তা'লা বিবেক বুদ্ধি এবং কান্ডজ্ঞান দিন যেন বিষয়ে তারা সঠিক সমাধান করতে পারে।

অনুরূপভাবে মুসলিম বিশ্ব আর বিশেষ করে ইউরোপে বসবাসকারী মুসলমানদের জন্য দোয়া করুন। ফ্রান্সে যে একটি হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটেছে। ইসলাম এবং মহানবী (সা.) এর পবিত্র নামে এটি হয়েছে এর ফলশ্রুতিতে এখানকার মুসলমান অথবা পাশ্চাত্যের দেশসমূহে যে সমস্ত মুসলমান বসবাস করে তারা এ সকল দেশের স্থানীয় লোকদের অন্যায় প্রতিক্রিয়ার হয়তো সম্মুখীন হতে পারে। শুধু এটিই নয় বরং এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ এই পত্রিকা এবং স্থানীয় মানুষ আর এখানকার সংবাদ মাধ্যম ভ্রান্ত প্রতিক্রিয়া দেখাতে গিয়ে মহানবী (সা.) এর পবিত্র সত্ত্বার ওপর নোংরা আক্রমণ করতে পারে। এভাবে ফিতনা ও নৈরাজ্য ক্রমশ বেড়ে যাওয়ার আশংকা দেখা দিবে। আজ আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সভ্য এবং সদস্যদের দায়িত্ব উভয় পক্ষকে যুলুম এবং অন্যায় থেকে দূরে রাখার জন্য দোয়া করা। অনুরূপভাবে দরুদ শরীফ এ দিনগুলোতে অজস্র ধারায় পাঠের প্রতি মনযোগী হোন। নিজ নিজ গন্ডিতে শান্তির পরিবেশ বজায় রাখার জন্য ব্যবহারিক পদক্ষেপ যারা নিতে পারে তাদের নেয়া উচিৎ। আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীবাসীকে এই নৈরাজ্য থেকে মুক্তি দিন আর এই নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি যেন অচিরেই নিরাপত্তায় বদলে যায়।

Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar, Bangla (9th January 2015)

BOOK POST (PRINTED MATTER)

TO

.....

.....

From : Ahmadiyya Muslim Mission, Uttar hajipur, Diamond Harbour, 743331, 24Parganas (s), W.B